পিভট টু এশিয়া (Pivot to Asia)

"পিভট টু এশিয়া" (Pivot to Asia) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌশলগত পুনর্মুখীকরণ নীতি, যা ২০১১ সালে ওবামা প্রশাসনের অধীনে শুরু হয়েছিল। এই নীতির লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক মনোযোগকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দিকে পুনর্নির্দেশ করা। এই নীতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, যিনি ২০১১ সালের নভেম্বরে America's Pacific Century নামের একটি নিবন্ধের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসারিত করার কথা বলেন।২০০৫ সালে বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সময় সামরিক দপ্তর পেন্টাগন থেকে ৬০% সাবমেরিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ২০১২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক সংলাপে সে সময়ের মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিও পেনট্টা যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির শতকরা ষাট ভাগ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করার কথা জানান।সেই ধারাতেই ২০১৫ সালে ওবামা প্রশাসনের সময় ডিফেন্স সেক্রেটারি অ্যাশটন কার্টার ৬০% রণতরী এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ২০২০ সালের মধ্যে মোতায়েন করার ঘোষণা। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেড়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক কৌশলগত দলিল- ‘এ ক্রিয়েটিভ স্ট্র্যাটেজি ফর টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি সি পাওয়ার : ফরোয়ার্ড, এনগেজড রেডি। সংক্ষেপে সিএস ২১ আর। সিএস ২১-এ আরও বলা হয়েছে দু'হাজার বিশ সালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ও বিমান শক্তির শতকরা ষাট ভাগ এ অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। চীনকে ঘেরাও করার জন্যই যে এ পরিকল্পনা তাও এতে স্পষ্ট করা হয়, এ পরিকল্পনায় আরও রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমান নৌযুদ্ধ এবং ভারত মহাসাগরে চীনের আমদানি-রফতানি যে কোন সময় আটকে দেয়া।ওবামা চীন-কে বাদ দিয়ে ১২ টি দেশের সাথে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (TPP) নামে একটি বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষর করেন এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এর অংশ হিসেবে চীনের সাথে বিরোধ থাকা দেশগুলোর সাথে একের পর এক প্রতিরক্ষা ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি ভিয়েতনাম এর উপর থেকে কয়েক দশকের আর্মস এমবারগো তুলে নিয়ে ১৬০০ কোটি ডলারের অস্ত্র চুক্তি করেন। এছাড়া তাইওয়ান, ঐতিহাসিক মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান, ফিলিপাইন সহ বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থ নৈতিক ও সামরিক সহযোগীতা জোরদার করেন।

এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং সামরিক মনোযোগকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দিকে পুনর্মুখী করা, যেখানে চীনসহ অন্যান্য উদীয়মান শক্তিগুলোর প্রভাব বাড়ছিল। চীনকে নিয়ন্ত্রণ (China Containment) করাই হচ্ছে এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। [tinyurl.com/y8g46pne]। "Pivot to Asia" এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তার কৌশলগত উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিল:

১. সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি: এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সামরিক বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো।
২. অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব: TPP(Trans-Pacific Partnership) এর মতো বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে গভীরতর অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করা।
৩. কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা : দক্ষিণ চীন সাগরের মতো বিতর্কিত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা শক্তিশালী করা।

এই নীতিটি চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল এবং এশিয়া অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে পুনর্বিন্যাস করার প্রচেষ্টা।

চীন যুক্তরাষ্ট্রের এই পিভট টু এশিয়া কৌশলকে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। চীন দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশগুলোকে নিজেদের অর্থনৈতিক ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে প্রভাবিত করছে। আসিয়ানের ছোট রাষ্ট্রগুলোকে ব্যবহার করে চীন এই অঞ্চলে তার অবস্থান শক্তিশালী করছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

"পিভট টু এশিয়া" নীতি কয়েকটি কারণের জন্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি বা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রধান কারণগুলো হলো:

১. মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত মনোযোগ
যদিও "পিভট টু এশিয়া" নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মনোযোগ বাড়াতে চেয়েছিল, বাস্তবে তারা মধ্যপ্রাচ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সিরিয়া সংকট, ইসলামিক স্টেট (ISIS) এর উত্থান এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পদ বরাদ্দ করতে হয়েছে। এই কারণে এশিয়া অঞ্চলে পর্যাপ্ত মনোযোগ বা সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়নি।

২. চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাব
চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা এশিয়া অঞ্চলে মার্কিন প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামরিকীকরণ এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে চীন এশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট কার্যকর ছিল না।

৩. ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (TPP) থেকে বেরিয়ে আসা:

"পিভট টু এশিয়া" নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল TPP, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ছিল। তবে, ২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ''আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির আলোকে যুক্তরাষ্ট্র TPP থেকে সরে আসে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভাব এ অঞ্চলে হ্রাস পায়, এবং চীনের জন্য এই শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ তৈরি হয়।

৪.মিত্রদের প্রতি অবিশ্বাস ও অঙ্গীকারে ঘাটতি:

বিভিন্ন সময়ে মার্কিন মিত্ররা, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের আস্থা হারায়। যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রতিশ্রুতি ও সামরিক সহায়তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে না হওয়ায় এই অঞ্চলের দেশগুলো চীনের

সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে বাধ্য হয়। এশিয়ার অনেক দেশ, যেমন ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মিত্র হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সম্পর্কে কিছু টানাপোড়নের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিগত পরিবর্তন, বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতি, মিত্র দেশগুলোর সাথে সহযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করেছে।

৫. অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ:

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রশাসনের পরিবর্তনগুলোও এই নীতির ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটায়। ওবামা প্রশাসনের পর ট্রাম্প প্রশাসন "পিভট টু এশিয়া" নীতিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি এবং এর পরিবর্তে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি (America First) অনুসরণ করে, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরও দুর্বল করে।

৬.অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব:

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় এশিয়া অঞ্চলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজেট ঘাটতিও এই নীতির পূর্ণ বাস্তবায়নকে সীমাবদ্ধ করেছে।

৭. বহুপাক্ষিক সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা:

"পিভট টু এশিয়া" নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক গভীর করতে চেয়েছিল। যদিও কিছু সফল উদ্যোগ, যেমন কোয়াড গঠন বা জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি, এগুলো চীনের বিপক্ষে একটি বড় বাধা গঠন করতে পারেনি। এছাড়া, অনেক আঞ্চলিক দেশ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়, যার ফলে মার্কিন নেতৃত্ব কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে "পিভট টু এশিয়া" নীতির সফলতা বাধাগ্রস্ত করে এবং যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে তার প্রভাব পর্যাপ্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। এটি পরাজয় হিসেবে দেখা যেতে পারে যদি মূল লক্ষ্য—চীনের প্রভাব কমানো এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব সুদৃঢ় করা—বিচারে করা হয়। তবে, মার্কিন নীতি পুরোপুরি ব্যর্থও হয়নি। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে এবং কোয়াড বা ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল-এর মাধ্যমে নতুনভাবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।

সার্বিকভাবে, "পিভট টু এশিয়া" নীতি একদিকে কিছু লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এটি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির পরিপূর্ণ পরাজয় বলা যাবে না। পরিবর্তে, এটি একটি চলমান কৌশলগত পরীকল্পনা যা চীনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতার অংশ।

তথ্যসূত্র :

1. The American Pivot to Asia https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/
2. ওয়ান বেল্ট ওয়ান, পিভট টু এশিয়া এবং এ্যাক্ট ইস্ট https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/442161
3. The ‘Lost Decade’ of the US Pivot to Asia https://thediplomat.com/2024/03/the-lost-decade-of-the-us-pivot-to-asia/
4. The US Pivot to Asia Was Dead on Arrival https://thediplomat.com/2022/03/the-us-pivot-to-asia-was-dead-on-arrival/

5. Asia-Pacific Rebalance 2025 Capabilities, Presence, and Partnerships https://www.csis.org/analysis/asia-pacific-rebalance-2025
6. America’s Pacific Century http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century https://tinyurl.com/3ru5jj8t
7. Can the U.S. ‘Pivot to Asia’ https://youtu.be/gd6D2vjiXtE
8. What does America's “Pivot to Asia” means? https://youtu.be/ahEQZhC8TeU
9. Chain - Vietnam standoff Tests US Pivot to Asia https://youtu.be/RYaVLxRq3ls
10.